দৈনিক বাংলা

তারিখ 22 SEP 1995
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

66

৭৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে ভিসি

ঢাকা ভার্সিটির মর্যাদা বাড়াতে সবার সহযোগিতা দরকার

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ বলেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক মান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে সকল মহলের আন্তরিক সহযোগিতা প্রয়োজন।

বৃহস্পতিবার ডাকসু'র উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৫ বছর পূর্তি ও ডাকসু পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি একথা বলেন। কলাভবন ও প্রশাসনিক ভবনের মধ্যবর্তী জায়গায় গতকাল এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ডাকসু'র ভিপি আমানউল্লাহ আমান এমপি'র সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন সাবেক ভিসি ও ডাকসু'র সাবেক নেতৃবৃন্দ স্মৃতিচারণমূলক বক্তৃতা করেন।

প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ বলেন, মহাকালের মধ্যে ৭৫ বছর একটি ক্ষুদ্র সময়। তথাপি এই সময়টুকু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন, অতীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যায় ছিল গৌরবোজ্জ্বল। বর্তমানে তা যে নেই তা নয়, তবে কিছুটা হলেও ম্লান

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ঢাকা ভার্সিটির মর্যাদা বাড়াতে সবার সহযোগিতা দরকার

হয়েছে। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপক্ষে ২০ ভাগ শিক্ষক আছেন যারা বিশ্বমানের। আমরা আমাদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারে সবসময় সোচ্চার।

আর এজন্য ছাত্র-শিক্ষক ও দলমত নির্বিশেষে সকল মহলের গঠনমূলক অংশগ্রহণ প্রয়োজন বলে তিনি মন্তব্য করেন।

অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর ফজলুল হালিম চৌধুরী, প্রফেসর এম শামসুল হক ও প্রফেসর এম এ মান্নানও বক্তৃতা করেন।

প্রফেসর ফজলুল হালিম চৌধুরী বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অতীতের একাডেমিক মানকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। এর জন্য বর্তমান ভিসিকেই দায়িত্ব নিতে হবে।

প্রফেসর এম শামসুল হক বলেন, গণতন্ত্রের অন্যতম শর্ত হচ্ছে সহাবস্থান। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে গণতন্ত্রের সূতিকাগার। আর তাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সংগ্রামী, কিন্তু সন্ত্রাসী নয়। এটা তাদের কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করতে হবে।

প্রফেসর এম এ মান্নান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে একাডেমিক মান। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক মান বৃদ্ধির জন্য আমাদের পরিশ্রম করতে হবে।

অনুষ্ঠানের সভাপতি ডাকসু'র ভিপি আমানউল্লাহ আমান এমপি বলেন, আমরা ডাকসুতে অভিষিক্ত হওয়ার পর প্রথম ডাকসু ভবনে পা রেখেই ঘোষণা করেছিলাম, স্বৈরাচারমুক্ত বাংলাদেশ গড়ব। আমাদের সে শপথ আমরা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছি। সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য করে স্বৈরাচারকে হটিয়েছি। তিনি বলেন, আজ দুঃখ হয়, যখন দেখি রাউফুন বসুনিয়া, সেলিম, দেলোয়ার, দীপালি সাহার হত্যাকারীদের সঙ্গে নিয়ে গণতন্ত্রকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্র চলে এদেশের মাটিতে। তিনি বলেন, ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে আমরা আবারও এই অনুষ্ঠান থেকে অঙ্গীকার করছি- গণতন্ত্র, স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব কিছুতেই ধ্বংস হতে দেবো না।

ডাকসু ভিপি আমানউল্লাহ আমান এমপি তার আবেগজড়িত পঁচিশ মিনিটের বক্তৃতায় বলেন, আমরা ডাকসুতে গিয়ে ছাত্রসমাজের কাছে যেসব অঙ্গীকার করেছিলাম তার সবগুলি পূরণ করতে সক্ষম হয়েছি।

তিনি বলেন, আমাদের মেয়াদ পূরণ হবার পর '৯১তে কর্তৃপক্ষ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু কাদের কারণে নির্বাচন সেদিন হয়নি, তা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ছাত্র-শিক্ষক ও সাংবাদিক জানেন। আমান বলেন, আমরা এভাবে কখনোই থাকতে চাইনি। কিন্তু পরিস্থিতি আমাদের বাধ্য করেছে। তারপরও এই ডাকসু ছাত্রসমাজের জন্য কতটুকু করেছে ছাত্রসমাজই তার যোগ্য বিচারক।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তৃতা দেন ডাকসু'র এজিএস নাজিমউদ্দীন আলম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জিএস খায়রুল কবির খোকন।

স্মৃতিচারণ

ডাকসু'র পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে ডাকসু'র সাবেক নেতৃবৃন্দ তাদের রসঘন স্মৃতিচারণে দশ সহস্রাধিক নবীন-প্রবীণ ছাত্রছাত্রীকে দীর্ঘ তিন ঘন্টা মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখেন।

বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা ১ মিনিটে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও ৭৫টি পায়রা আর বর্ণিল বেলুন উড়িয়ে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন ভিসি প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলন করেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর শহীদ উদ্দীন আহমেদ।

সকাল সাড়ে দশটায় ডাকসু'র জিএস খায়রুল কবির খোকনের উপস্থাপনায় স্মৃতিচারণ পর্ব শুরু হয়। ডাকসু'র সাবেক ১০ জন ভিপি, জিএস তাদের স্মৃতিচারণ করেন। শুরুতেই ১৯৬৭-৬৮ সালের ভিপি মাহফুজা খানম বলেন, আমরা যখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলাম এবং পরে ডাকসু'র ভিপি হই তখন মোনায়েম সরকারের কুখ্যাত শাসন চলছিল। আমরা ছিলাম মোনায়েম সরকারের নিকট অবাঞ্ছিত। তিনি বলেন, মহিলা ভিপি হয়েও আমি ছাত্রছাত্রীদের কাছে দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পেরেছি।

ডাকসু'র ৬১-৬২ সালের জিএস কে এম ওবায়দুর রহমান তাঁর স্মৃতিচারণের শুরুতেই ডাকসুকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, ধন্যবাদ তাদেরই তো প্রাপ্য, কারণ তাঁরা আমাদের নবীন-প্রবীণের মহাসম্মিলনের অপূর্ব সুযোগ এনে দিয়েছেন। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, আজ এই অনুষ্ঠানে ডাকসু'র সাবেক নেতৃবৃন্দের সবাই এলে আরো খুশী হতাম। তিনি বর্তমান গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার জন্য ডাকসু নেতৃবৃন্দদের প্রতি আহবান জানান।

ডাকসু'র ভিপি (১৯৬৪-৬৫) বোরহান উদ্দীন তার স্মৃতিচারণের শুরুতেই বেশ খানিকটা উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দলমতের উর্ধ্বে। আর ডাকসু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের আসার যে সুযোগ করে দিয়েছে তাতে সকল সাবেক নেতার উপস্থিতি আশা করেছিলাম। কিন্তু অনেকেই আসেননি। তিনি বলেন, আমাকেও আসতে নিষেধ করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল, না যাওয়ার জন্য। কারো নামোল্লেখ না করে তিনি বলেন, গতরাতেও টেলিফোন করেছিল, যেন না আসি। কিন্তু আমন্ত্রণপত্র পাওয়ার পর আমার উত্তেজনা বৃদ্ধি পাচ্ছিল, আমি আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবো, এখানে আমার তারুণ্য পড়ে রয়েছে।

তিনি বলেন, ডাকসু'র সাবেক নেতৃবৃন্দ এখানে এলে তাদের সারগর্ভ বক্তৃতায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস আরো উজ্জ্বল হতো।

প্রায় বেলা দুটা পর্যন্ত একটানা স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠান চলে। এতে আরো স্মৃতিচারণ করেন ডাকসু'র সাবেক ভিপি আহমদুল কবির, সাবেক জিএস এনায়েতুর রহমান, মোরশেদ আলী, শাহ আলী হোসেন, মাহবুব জামান, ডঃ ফজলী হোসেন এবং সত্তোরোর্ধ্ব আসাফুদ্দৌলাহ পালোয়ান।

আসাফুদ্দৌলাহ পালোয়ান তাঁর স্মৃতিচারণে বলেন, এখন আমাকে মনে হচ্ছে আমি তরুণ- যদিও আমি প্রাচীন। স্মৃতিচারনশেষে ডাকসু'র নবীন-প্রবীণ নেতাদের ক্রেস্ট উপহার দেয়া হয়।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে বেবী নাজনীন, কুমার বিশ্বজিৎ, কিরণ চন্দ্র রায় প্রমুখ শিল্পী তাদের সুরের মূর্ছনায় দর্শক-শ্রোতাদের মোহিত করেন।

শুরুতে ডাকসু সাংস্কৃতিক দল জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন এবং প্রধান অতিথি অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে একটি পোস্টার প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।